জয়চাঁদ রণসজ্জা করিল তখন।
কটিতে বাঁধিল এ'টে পিন্ধন বসন।।
ঢাল তলোয়ার শড়্কী কিছু নাহি নিল।
হরিচাঁদ-দত্ত যষ্টি লইয়া চলিল।।
আর অষ্টজন নিল ঢাল তলোয়ার।
'হরিচাঁদ' বলে জয়চাঁদ অগ্রসর।।
সুতাবাঁধা ভাঙ্গা লাঠি জয়চাঁদ নিল।
'বাবা হরিচাঁদ' বলে, হুঙ্কার ছাড়িল।।
হাঁটুগাড়া দিয়া মুখ ভূমে নামাইয়া।
মহানাদ করে 'বাবা' ব'লে থাবা দিয়া।।
দাঁড়াইয়া লম্ফ দিল কালের সমান।
লাঠি ভাজাইয়া যুদ্ধে হ'ল আগুয়ান।।
'আয় আয়' বলিয়া ছাড়িল ভীমনাদ।
দেখিয়া বিপক্ষ দলে গণিল প্রমাদ।।
অশ্ব, করী আরোহী বন্দুক পূর্ণ করি।
দোনালা বন্দুক মারে জয়চাঁদোপরি।।
লাঠিতে লাগিয়া গুলি ধুম-অগ্নি হয়।
বিপক্ষের দল দিকে সেই গুলি ধায়।।
সুধন্বার বাণে যথা সুধন্বা সংহার।
সৈন্যক্ষয় ফিরে যায় অশ্ব করীবর।।
বিপক্ষের দলেতে লাগিল মহামার।
বন্দুকের ধূমে হ'ল ঘোর অন্ধকার।।
সমরে বিমুখ হ'য়ে সৈন্যগণ ফিরে।
দৌঁড়িয়া পালায় সব টিকিতে না পারে।।
তুরঙ্গম চারিটি পলায় মহাবেগে।
করীবর পালায় শুণ্ডেতে গুলি লেগে।।
সক্রোধে মাহুত মারে অঙ্কুশের বাড়ী।
মাহুত ফেলিয়া হস্তী ধায় দৌঁড়াদৌঁড়ি।।
দৌঁড়িয়া সারিতে নারে কুব্জ হয় হাতী।
তুরঙ্গ মাতঙ্গ ভঙ্গ পলায় পদাতি।।
হস্তীর নিনাদে হয় রণস্থল কম্প।
হরিচাঁদ স্মরি জয়চাঁদ মারে লম্ফ।।
জয়চাঁদ দেখে এক মহাবীর সাথে।
সমরে কোমর বাঁধা লৌহদণ্ড হাতে।।
জয়চাঁদে ডেকে বলে 'মাভৈঃ! মাভৈঃ!'
নাহি ভয় ওরে জয় হ'লি রণজয়ী।।
কৃপাদৃষ্টি করি যষ্টি যে দিয়াছে তোরে।
তোমার কারণে রণে সে পাঠাল মোরে।।
সেই হরি আবির্ভূত সম্মুখ সমরে।
তাঁর কৃপা তব পরে তোর ভক্তি জোরে।।
জরাসন্ধ গদাঘাত করে ভীমশিরে।
সেই গদাঘাত নিজে গদাধর ধরে।।
এই রণে সেইরূপ রাখিল তোমায়।
গুলির আঘাত কি লাঠিতে ফিরে যায়।।
অদ্যকার রণ হ'ল তেমন প্রকার।
গৃহেফিরে চল, রণে কার্য্য নাহি আর।।'
এত শুনি জয়চাঁদ ক্ষান্ত দিল রণ।
জয় জয় ধ্বনি করে সঙ্গে সঙ্গীগণ।।
রণজয় জয় জয় হরিচাঁদ জয়।
জয় শ্রীগোলোকচন্দ্র জয় মৃত্যুঞ্জয়।।
অই বেশে এসে বিষ্ণুচরণের ঠাঁই।
বিদায় মাগিল, বাবু মোরা দেশে যাই।।'
তাহা শুনি বিষ্ণুবাবু বিদায় করিল।
সঙ্গী ল'য়ে জয়চাঁদ নিজ দেশে গেল।।
জয়চাঁদ রণজয়ী অপূর্ব্ব কাহিনী।
হরিচাঁদ প্রীতে ভাই বল হরিধ্বনি।।
জয়চাঁদ রণজয়ী শুনে যেইজন।
সর্বকার্য্য সিদ্ধি পায় জিনিবে শমন।।
শ্রবণে পাপের নাশ প্রেমভক্তি পায়।
রসনা কহিছে হরি কহ রসনায়।।